পঞ্চম দার্‌স — الدرس الخامس

মোজার উপর মাসাহ্ পরাঃ — المسح على الخفين:

যেহেতু ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম তাই মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। আর এটা নবী করীম-ﷺ-থেকে প্রমাণিত। আম্‌র ইবনে উমায়্যা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ)) [رواه البخاري ٢٠٥]

"আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে তাঁর পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ে মাসাহ করতে দেখেছি।" (বুখারী ২০৫)

অনুরূপ মুগীরা ইবনে শো'বা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)) [متفق عليه ٢٠٣-٢٤٧]

"একদা আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ ক'রে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর ফিরে এলে আমি আমার ঘটির পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযূ করলেন এবং স্বীয় মোজাদ্বয়ে মাসাহ করলেন।" (বুখারী ২০৩-মুসলিম ২৪৭) তবে মোজার উপর মাসাহ করার শর্ত হলো, পবিত্রাবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করা। অর্থাৎ, অযূ করে তা পরিধান করা। আর মাসাহ করার নিয়ম হলো, ভিজে হাত মোজার উপরে বুলিয়ে নেওয়া। মোজার নীচে মাসাহ করবে না। মুক্বীম (মুসাফির নয়)-এর মাসাহ করার সময় সীমা হলো, একদিন একরাত। আর যে মুসাফিরের জন্য ক্বসর করা জায়েয, তার মাসাহ করার সময় সীমা হলো, তিনদিন দিনরাত। মাসাহর নির্দিষ্ট সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে অথবা মাসাহ করার পর মোজাদ্বয় খুললে কিংবা গোসল ওয়াজিব করে এমন অপত্রিতার জন্য খুললে, মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

অযূ নষ্টকারী জিনিস

১। উভয় রাস্তা (পেশাব ও পায়খানার দ্বার) দিয়ে যা কিছু নির্গত হয়। যেমন, পেশাব, পায়খানা, বাতকর্ম, বীর্য, মাযী, এবং অদী ও রক্ত ইত্যাদি।
২। নিদ্রা
৩। উটের গোশ্‌ত খাওয়া।
৪। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং অযূর ব্যাপারে স্মরণ না থাকা।